গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজিস্টার রেসপন্স কো-অরডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
web:www.modmr.gov.bd

নং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৭-২২০

তারিখঃ ২৬/০৭/২০১৭খ্রিঃ
সময়ঃ বিকাল ৫.০০ টা

সমুদ্রবন্দর সমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ

সর্বশেষ আবহাওয়া পরিস্থিতি: উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দর সমূহকে সংকেত নামিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে ।

২৭/০৭/২০১৭ বৃহস্পতিবার রাত ০১টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরসমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি:মি: বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। সেই সাথে বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দরসমূহকে ১ নম্বর (পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

ভারী বর্ষণের সতর্কবাণী: **কোন ভারী বর্ষণের সতর্কতা নেই।**

পূর্বাভাসঃ ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা তাপমাত্রা (১-২) ডিগ্রী সেঃ বৃদ্ধি পেতে পারে।

দেশের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিম্নরুপ:

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	২৮.৫	২৮.৪	৩০.০	৩১.২	২৮.৫	২৯.৪	২৮.৮	২৯.৫
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৫.০	২৪.৫	২৩.৮	২৫.৪	২৫.০	২৪.৪	২৫.০	২৪.২

দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল সিলেট ৩১.২° সে. এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল চট্টগ্রাম ২৩.৮° সে.।

নদ-নদীর পানি হ্রাস /বৃদ্ধির সর্বশেষ অবস্থাঃ (তথ্যসূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাপাউবো)

মোট পর্যবেক্ষণ পয়েন্টের সংখ্যা	৯০ টি	পানি স্থিতিশীল রয়েছে	০২ টি
পানি বৃদ্ধি পেয়েছে	৩৪ টি	তথ্য পাওয়া যায়নি	০০ টি
পানি হ্রাস পেয়েছে	৫৪ টি	বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে	০২ টি

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতিঃ

- ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, গঙ্গা-পদ্মা ও সুরমা-কুশিয়ারা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে।
- দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ী এলাকার অধিকাংশ প্রধান নদীর পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে।
- ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, গঙ্গা-পদ্মা ও সুরমা-কুশিয়ারা নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস আগামী ৪৮ ঘন্টায় অব্যাহত থাকতে পারে।

অদ্য নিম্নবর্ণিত ২ টি পয়েন্টে নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

ক্রঃ নং	স্টেশনের নাম	নদীর নাম	গত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি(+)/হ্রাস(-) (সে.মি.)	বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (সে.মি.)
১	ঝিকরগাছা, যশোর	কপোতাক্ষ	+১৫	+৪৫
২	জারিয়াজাঞ্জাইল, নেত্রকোনা	কংশ	+৫০	+৩০

গত ২৪ ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতঃ (গতকাল সকাল ০৯ টা থেকে আজ সকাল ০৯ টা পর্যন্ত)

স্টেশন/জেলার নাম	বৃষ্টিপাত (মিমি)	স্টেশন/জেলার নাম	বৃষ্টিপাত (মিমি)
বরগুনা	১৫৯.৫	দূর্গাপুর	৭৭.০
লামা, কক্সবাজার	১৫৭.০	কক্সবাজার	৬১.০
নোয়াখালী	১২৭.৩	টেকনাফ	৬১.০
চট্টগ্রাম	৮২.৭	ঢাকা	৫৭.০

<u>বন্যা সম্পর্কিত তথ্যাদি:</u>

১। **সিলেট**: জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ ও পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় জেলার ৮ টি উপজেলায় ৫৬ টি ইউনিয়ন ও ১ পৌরসভা ৪৭৭ টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়। বন্যায় এ সকল এলাকার ২১,০২০ টি পরিবারের ১,৪৩,৫৩০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া ৪,৮৬১ টি ঘরবাড়ি, ৪,৩৩০ হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মৃত হাঁসমুরগী ও গবাদিপশুর সংখ্যা ৭৪২১ টি। বন্যার কারণে জেলার ৯৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে। জেলায় মোট ১২ টি আশ্রয়কেন্দ্রে ৬৭৯ জন লোক অবস্থান করছে। **বন্যার পানিতে ডুবে বালাগঞ্জ উপজেলায় ২ জন ও দক্ষিণ সুরমা উপজেলায় ১ জনসহ মোট ৩ জন মারা গেছে।** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বিতরণের জন্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক ৮৩৮.৫৫০ মেঃটন জিআর চাল, ১১,১২,৫০০ টাকা উপজেলায় উপ-বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২,০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার বন্যার্তদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি হ্রাস অব্যাহত আছে। বর্তমানে সুরমা নদীর পানি বিপদসীমার ১১৩ সে.মি. নিচ দিয়ে এবং কুশিয়ারা নদীর পানি বিপদসীমার ১০৮ সে.মি. নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

২। **মৌলভীবাজার :** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় জেলার ৭ টি উপজেলার মধ্যে ৫টি উপেজলা ক্ষতিগ্রস্ত হয় (কুলাউড়া, বড়লেখা, জুরি, রাজনগর ও সদর)। বন্যায় জেলার ২৫টি ইউনিয়ন, ১টি পৌরসভা, ২৯৪ টি গ্রাম, ৫৩,৩৪২ পরিবার, ২,৯৪,২৭০ জন লোক, ৫২৫ টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ, ৬,৯০৮ টি ঘরবাড়ি আংশিক, ৫,৬৪৩ হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যার কারণে বর্তমানে ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। ১২ টি আশ্রয়কেন্দ্রে ১৩২ টি পরিবারের ৬৪০ জন লোক অবস্থান করছে। **বন্যার কারণে জেলার বড়লেখা উপজোয় ৪ জন, রাজনগর উপজেলায় ২ জন এবং জুরি উপজেলায় ৪ জনসহ মোট ১০ জন লোক মারা গেছে।** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক উপজেলাসমূহের অনুকূলে ২৭৫ মে.টন জি আর চাউল, ৬,৫০,০০০ জিআর ক্যাশ ও ৩০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার উপ-বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মনু নদীর পানি হ্রাস অব্যাহত আছে এবং বর্তমানে বিপদসীমার ৩১২ সে.মি. নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যা কবলিত এলাকার পানি কমতে থাকায় বন্যা পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি হচ্ছে।

<u>পাহাড়ধসঃ</u>

<u>কক্সবাজারঃ</u> অবিরাম বর্ষণের ফলে কক্সবাজার জেলার সদর ও রামু উপজেলায় ২৫.৭.২০১৭খ্রিঃ তারিখে পাহাড় ধসে ২ জন শিশুসহ মোট ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ২০,০০০/- টাকা করে সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।

**<u>বি.দ্র.</u> অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পানিতে নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে জামালপুর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, রংপুর ও নীলফামারী জেলার কিছু এলাকা বন্যা কবলিত হয়েছিল। নদ-নদীর পানি কমে যাওয়ায় এবং বন্যা কবলিত এলাকার পানি নেমে যাওয়ায় এ সকল জেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে।

(জি এম আব্দুল কাদের)
উপ-সচিব (এনডিআরসিসি)
ফোন: ৯৫৪৫১১৫

সদয় অবগতি/ প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ (জ্যেষ্ঠতা /পদ মর্যাদার ক্রমানুসারে নয়)

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৪। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৬। মহা-পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৭। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ ত্রাণ/দুব্য/সিপিপি ও এনডিআরসিসি/উন্নয়ন/ত্রাণ প্রশাসন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৮। মহা-পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী, ঢাকা।
০৯। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারের জন্য অনুরোধসহ।
১০। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১২। যুগ্ম সচিব (প্রশাঃ/ সেবা /দুব্যক-১/দুব্যক-২/সমন্বয় ও সংসদ/ত্রাণ প্রশাসন/আইন সেল/দুব্যপ্রঃ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৩। পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৪। উপ-সচিব (দুব্যক-১/দুব্যক-২/প্রশাঃ/বাজেট/অডিট/ত্রাণ প্রশাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২)/উপ-প্রধান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৫। সিস্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রতিবেদনটি ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধসহ।
১৬। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৭। মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

দুর্যোগ পরিস্থিতি মনিটরিং করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC (জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭x২৪) খোলা আছে। দুর্যোগ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য আদান-প্রদানের জন্য NDRCC'র নিম্নবর্ণিত টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ email নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ NDRCC'র টেলিফোন নম্বরঃ ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; **ফ্যাক্স নম্বরঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৭৫০০০। Email: <u>ndrcc@modmr.gov.bd/ ndrcc.dmrd@gmail.com</u>, হট লাইনঃ ০১৯৩৭-১৬৩৫৮২, ০১৭১১-১৬১৯২৬, ০১৫৩৬-২৩৯২৬০, মোবাইল নম্বরঃ** অতিরিক্ত সচিব (এনডিআরসিসি) ০১৭৩৭-২৫০৮৮৮।